সিটিজেন মিডিয়া

একটি পরিচিতি

কম্বোডিয়ান ব্লগার *সোপহীপ চাক* কম্বোডিয়ার মানবাধিকার সম্পর্কিত তথ্য আদান প্রদানে তার ওয়েবলগ ব্যবহার করে http://sopheapfocus.blogspot.com।

সিটিজেন মিডিয়ার পরিচিতি

আমাদের যোগাযোগ ও কথপোকথনে একটি পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে:

দশ বছর আগে আমরা আমাদের চারপাশের পৃথিবী সম্বন্ধে যা কিছু জানতাম বা শিখতাম তা সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং রেডিওর মাধ্যমে। পেশাদার সাংবাদিকেরা বিভিন্ন দুরবর্তী স্থানে যেতেন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং লোকজনের সাথে কথা বলার জন্যে এবং সে সম্পর্কে রিপোর্ট, ছবি আর ভিডিও নিয়ে আসতেন। মাঝে মাঝে আমরা রাতের খাবারের সময় পরিবারের লোকজন এবং বন্ধু বান্ধবের সাথে এই গল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করতাম বা এখনও করি। কিন্তু দশ বছর আগে আমরা খুবই কম এই লেখকদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করতাম বা কখনই হয়ত করতাম না। সমাজের অগ্রগণ্য বা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাদের নিজস্ব মতামত, প্রবন্ধ লিখতেন। অথচ আমাদের মধ্যে অধিকাংশই শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় বন্ধু বান্ধবের সাথে নিজস্ব মতামত বা চিন্তাধারা আদান প্রদান করতে পারতাম।

কিন্তু গত কয়েক বছরে সবকিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। ওয়েবলগের মত নতুন প্রযুক্তিকে ধন্যবাদ, কারন এগুলোর মাধ্যমে ইন্টারনেটে অভিব্যক্তি প্রকাশ সহজতর হয়েছে। তুরস্ক, কেনিয়া অথবা বলিভিয়া থেকে আমার-আপনার মতো সাধারন মানুষ তাদের গল্প ও মতামত আদান প্রদান করতে পারছে পৃথিবীর বাকী লোকদের সাথে।

যদিও যোগাযোগের এই নব প্রযুক্তি সকলের কাছেই সহজলভ্য তবুও দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ শহর কেন্দ্রিক এবং বিশেষ করে ধনী পাড়ার লোকজন এতে অংশগ্রহণ করছে। এই সহায়িকার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটিই দেখানো যে, ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে যে কোন কমিউনিটির যে কোন ব্যক্তিই ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক কথোপকথনে যোগ দিতে পারে। বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারনা ও জ্ঞান এখন আর সংবাদপত্র ও টেলিভিশন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত নয়, বরং আমাদের একে অপরের মতামতও ভুমিকা রাখে।

এই নির্দেশিকায়-

- ব্লগিং ইমেইলের মত সহজ - ২
- কেইস স্টাডি - ৩
- আর এস এস ব্যবহার - ৪
- ওয়েবে ছবি প্রকাশনা - ৫
- ওয়েবে ভিডিও প্রকাশ - ৬
- পডকাস্ট তৈরী করা - ৭
- উপসংহার - ৮

রাইজিং ভয়েসেস হচ্ছে গ্লোবাল ভয়েসেস এর একটি সিটিজেন মিডিয়া (গন মাধ্যম) প্রকল্প [www.globalvoicesonline.org] । বিশ্বের বিভিন্ন অন্চলের উৎসাহী ও আবেগপ্রবণ ব্লগার, পডকাষ্টার এবং ভিডিও চিত্রগ্রাহকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে আমরা আশা করছি যে প্রতিটি পাড়ায় প্রত্যেক প্রতিবেশীই বিশ্বজুড়ে প্রসারিত অনলাইন কথোপকথনে যোগ দিতে সক্ষম হবেন। 'সিটিজেন মিডিয়ার পরিচিতি' নামক এই সহায়িকা এই ধরনের ধারাবাহিক কয়েকটি প্রকাশনার মধ্যে প্রথম যা পার্টিসিপেটরী (অংশগ্রহনমূলক) মিডিয়ার জগৎকে সবার জন্যে সহজবোধ্য করে তুলবে এবং এতে অংশগ্রহনে সাহায্য করবে।

যদিও ভেনিজুয়েলা ভিন্ন মতের দেশ, রাজধানী ক্যারাকাস শহরের ব্লগারেরা তাদের স্থান পরিবর্তনের অভিজ্ঞতাগুলো নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে http://www.to2blogs.com ।

ই- মেইল এর মত সহজ:

ব্লগ শব্দটি ওয়েবলগের সংক্ষিপ্ত রূপ এবং এটি এমন ওয়েবসাইটকে নির্দেশ করে যাতে তথ্য কালানুক্রমিকভাবে প্রকাশিত ও সাম্প্রতিকীরন করা হয়। ব্লগকে আপনি ঠিক ই-মেইল এর মতো ভাবতে পারেন। আপনি কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ই- মেইল না করে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে পারেন যা ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কেউ দেখতে পারবে।

অধিকাংশ ব্লগগুলোতেই মন্তব্য প্রকাশের সুযোগ থাকে তার মানে আপনার প্রত্যেক লেখার নীচে অন্যান্যরা মন্তব্য করতে পারে। যেমন ধরুন আপনি লিখলেন যে মাইকেল জ্যাকসন হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী কিন্তু আমি এতে দ্বিমত পোষণ করতে পারি আর তা মন্তব্যের ঘরে লিখে জানাতে পারি। একজন তার লেখা বা মতামত প্রকাশ করে এবং তাতে অন্যরা একমত হতেও পারে আবার না- ও হতে পারে এভাবেই কথোপকথন শুরু হয়। জনপ্রিয় ওয়েবলগ গুলোতে কিছু প্রকাশ করলে তা প্রায়শ:ই ১০০টিরও বেশী মন্তব্য আকর্ষন করে কারন এদের পাঠকসংখ্যা বেশী।

নব্বুইয়ের দশকের মধ্যভাগে ব্লগিং শুরু হলেও সত্যিকার অর্থে ২০০৩ সালের আগে এটি তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। বর্তমানে বিভিন্ন সংবাদপত্র, নামকরা ব্যক্তিত্ব এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানদেরও নিজস্ব ব্লগ রয়েছে যেখানে দৈনিক বা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয় প্রকাশিত হয়।

ঠিক পাচ মিনিটের মধ্যে শুরু করুন:

ব্লগ খুব দ্রুত এবং সহজেই ই- মেইলের একাউন্টের মতো শুরু করা যায়। বস্তুত ই-মেইলে লেখা এবং ব্লগ পোষ্টিং এ লেখার মধ্যে আপনি বেশ কিছু মিল খুঁজে পাবেন। এই সহায়িকার সাথে জুড়ে দেয়া দুটি নির্দেশিকায় আপনাকে http://www.wordpress.com এবং http://www.blogger.com এই দুটি খুবই জনপ্রিয় ব্লগিং সার্ভিসে কিভাবে ব্লগ শুরু এবং ব্যবস্থাপনা করা যায় তা দেখাবে।

আপনি এদের যে কোনটি বা অন্য যে কোন ব্লগিং প্লাটফর্ম পছন্দ করতে পারেন এবং এটি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এ দুটি প্লাটফর্ম বিনামূল্যে এবং বেশ অনেকগুলো ভাষাতে পাওয়া যায়। যদি ভবিষ্যতে আপনি আপনার মত পরিবর্তন করেন তবে সাধারনত: তেমন জটিলতা ছাড়া আপনি আপনার পুরনো ব্লগের লেখাগুলো আপনার নতুন ব্লগে নিতে পারবেন।

যদি আপনি সহজভাবে শুরু করতে এখনই ইচ্ছুক হন তবে এই ভূমিকা বাদ দিয়ে সরাসরি http://www.wordpress.com অথবা http://www.blogger.com সাইটে গিয়ে ব্লগ শুরু করতে পারেন। যাই হোক শুরু করার পূর্বে আপনাকে কিছু জিনিস বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ব্লগিং করতে চারটি পদক্ষেপ

ব্লগিং শুরু করার জন্য প্রত্যেক ব্লগারের চারটি জিনিস প্রয়োজন

১। একটি কম্পিউটার :

আপনার একটি কম্পিউটারের প্রয়োজন পড়বে, কিন্তু এটি আপনারই হতে হবে এমন নয়। কারণ ব্লগিং সফটওয়্যারের সবটুকু ইন্টারনেটেই আছে, কম্পিউটারে ইন্সটল করার প্রয়োজন নেই। আপনি আপনার ব্লগের সমস্ত বিষয়বস্তু (লেখা, লিন্ক, ছবি, ধ্বনি বা ভিডিও) লিখতে, প্রকাশ করতে ও দেখতে পারবেন ইন্টারনেট সংযোগ আছে এমন যে কোন কম্পিউটারেই। এমনকি সাইবার ক্যাফেতেও এটি ব্যবহার করতে পারেন।

২। একটি ইন্টারনেট সংযোগ :

দ্রুতগতির একটি ইন্টারনেট সংযোগ আপনাকে অডিও ও ভিডিও ব্লগিংয়ে সাহায্য করবে। কিন্তু অতি ধীরগতির ইন্টারনেট সংযোগ দিয়েও ব্লগে লেখালেখির কাজটুকু অন্তত করা যায়।

৩। ব্লগিং- এর সফটওয়্যার :

আপনাকে প্রথমে বেছে নিতে হবে ব্লগিং করার জন্য অনেকগুলি সফটওয়্যারের মধ্য থেকে কোনটি ব্যবহার করবেন। রাইজিং ভয়েসেসের এই সহায়িকায় বিশেষ করে দুটি জনপ্রিয় ব্লগিং সফটওয়্যার সম্পর্কে বলা হয়েছে - **ব্লগার** http://www.blogger.com এবং **ওয়ার্ডপ্রেস** http://www.wordpress.com যেখানে বাংলা ও ইংরেজী দুভাষায়ই ব্লগিং করা যায়। এছাড়াও বাংলায় ব্লগিংয়ের জন্যে রয়েছে জনপ্রিয় বাংলা ব্লগিং প্লাটফর্ম **বাঁধ ভাঙার আওয়াজ** http://www.somewhereinblog.net ও **সচলায়তন** http://www.sachalayatan.com যে সাইটগুলোতে বাংলায় বিস্তারিত সহায়িকা রয়েছে।

৪। মতামত এবং গল্প :

অবশেষে আপনাকে কোন কিছু সম্পর্কে লিখতে হবে। কিছু লোকজন ব্লগকে সবার জন্যে উন্মুক্ত ব্যক্তিগত দিনপঞ্জী মনে করে অর্থাৎ তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের একটি উপায় হিসেবে দেখে। আবার অন্যেরা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করে বা বিশ্বের নানা বিষয় নিয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করে এবং পৃথিবীর অন্যদের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করতে চায়। এখন আপনি কোন বিষয়ে লিখতে চান তা আপনি ঠিক করবেন; তবে পরের পাতাগুলোয় আমরা কিছু দিক নির্দেশনা দেবো।

"প্রত্যেকে প্রতি পনের জনের কাছে পরিচিত/বিখ্যাত হবে" - ডেভিড ওয়েইনবার্গার

ব্লগ কিসের জন্য?

বর্তমানে কোটি কোটি মানুষের ওয়েবলগ আছে। শতাধিক বিভিন্ন ভাষায় এবং কল্পনার চেয়েও বেশী বিষয়ে লেখালেখি হচ্ছে। তবে অধিকাংশ ব্লগই উত্তর আমেরিকা, পূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপ থেকে লেখা হচ্ছে। যদিও ইন্টারনেট ব্যবহার সারা বিশ্বেই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু এই নতুন, উৎসাহব্যন্জক অনলাইন কথোপকথনে অংশগ্রহণ শুধু মাত্র উত্তর গোলার্ধেই সীমাবদ্ধ। আশা করি এই নির্দেশিকা তথাকথিত উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেককেই অধিকতর সৃষ্টিশীল কথোপকথনে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করবে।

বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কারণে ব্লগগুলো লিখে। কিছু লোক তাদের জীবন ইতিহাস তাদের সন্তানাদি, নাতি- নাতনি এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ করে রাখতে চায়। যদিও আমাদের কয়েক স্তর পরবর্তী উত্তরসুরীদের সাথে স্বাক্ষাৎ হবে না কিন্তু তারা আমাদের ইন্টারনেটে সংরক্ষিত জীবন ইতিহাস থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হবে। ছবি এবং কাগজের দিনলিপি সময়ের সাথে নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু ইন্টারনেটে প্রকাশিত বিষয়বস্তু চিরকাল থাকবে। অন্যরা কিছু গল্প, বিষয় বা মতের প্রতি উৎসাহী বলে সেগুলো ব্লগ লিখে রাখতে চায়। কিছু ব্লগ শিল্প, কলা, সাহিত্য এবং আলোকচিত্রের পাশাপাশি প্রযুক্তি এবং রাজনীতির বিষয়ে আলোকপাত করে। অন্যান্য কিছু বিশেষায়িত ব্লগ কিভাবে ব্যবসা করতে হবে, অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে, অথবা উৎপাদনশীলভাবে কাজ করতে হবে তা ব্যাখ্যা করে। সাহিত্য বিষয়ক ব্লগগুলোর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে এজন্য যে প্রতিষ্ঠিত এবং উঠতি লেখকেরা উভয়েই তাদের লেখা ছোট গল্প বা অন্যান্য সাহিত্যকর্মগুলো সহজেই ইন্টারনেটে প্রকাশ করতে পারছে।

কিভাবে ভাল কৃষক, পিতা বা মাতা অথবা একজন ভালো গীটার বাদক হবেন এ সম্পর্কিত ব্লগও রয়েছে। আসলে আপনি যে বিষয়েই আগ্রহী হোন না কেন তা নিয়ে নিশ্চয়ই একটি ব্লগ রয়েছে। (সামনের পাতাগুলোতে আমরা কি করে পছন্দ অনুযায়ী ব্লগ খুঁজে বের করতে হয় তা জানব)

(((BLOGBREAKING!)))

কেইস স্টাডি:

হার্নান ক্যাস্সিয়ারী:

এই আর্জেনটাইনকে প্রথম ব্লগ ঔপন্যাসিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তার দুটি ব্লগ বিভিন্ন ভাষায় বই আকারে প্রকাশ পেয়েছে- সেগুলো হলো- 'আরও শ্রদ্ধা আবশ্যক, আমি তোমার মা' এবং 'ওরশাই'। http://www.orsai.es/

বঙ্গো সেলিব্রিটি:

আপনি দ্রুত আবিষ্কার করবেন যে কিছু ব্লগ বিভিন্ন আড্ডায় প্রশংসা পাচ্ছে এবং এদের অনেক ভক্ত আছে। এটি নতুন কিছু নয়। কিন্তু আপনি এমন ব্লগ কোথায় আর দেখতে পাবেন যা তানজানিয়ার জনপ্রিয় মিডিয়া ব্যাক্তিত্বদের নিয়ে লিখছে? 'বঙ্গো সেলেব্রিটি' ব্লগে সোয়াহিলি ভাষায়ই অধিকাংশ লেখক লিখে থাকেন। http://bongocelebrity.com/

চিলাঙ্গা বান্দা:

'চিলাঙ্গা বান্দা' মেট্রো ব্লগ বা নগর ব্লগ হিসাবে পরিচিত পেয়েছে। নগর ব্লগের বৈশিষ্ট হচ্ছে এতে কোন একটি নির্দিষ্ট শহর সম্পর্কে একাধিক ব্লগার লেখে। এক্ষেত্রে চিলাঙ্গ বান্দা মেক্সিকো শহর সম্পর্কে সর্বশেষ ঘটনা জানায় এবং এর সবচেয়ে ভাল পর্যটন স্থানগুলো উপস্থাপন করে। http://www.chilangabanda.com/

কুবাতানা নেট:

'কুবাতানা নেট' জিম্বাবুয়ের কিছু বিপ্লবীর দ্বারা লিখিত একটি গ্রুপ ব্লগ (একাধিক ব্লগার দ্বারা লিখিত ব্লগ) যারা প্রেসিডেন্ট মুগাবের একনায়কতন্ত্রের অবসান চায়। http://kubatanablogs.net/kubatana/

ইষ্ট সাউথ নর্থ ওয়েষ্ট:

চৈনিক ব্লগার রোলান্ড সুং চীন এবং পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। তার ব্লগে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খবর, কলাম এবং ব্লগের লেখাকে চীনা ভাষা থেকে ইংরেজীতে ভাষান্তরিত করে থাকেন। http://zonaeuropa.com/weblog.htm

মেন্টাল এক্রোবেটিকস:

নাইরোবী ভিত্তিক কেনিয়ান ব্লগার দাউদী ভেরে তার 'মেনটাল এক্রোবেটিকস' ব্লগে কেনিয়ার রাজনীতি, প্যান আফ্রিকান পরিচয় এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। www.mentalacrobatics.com/think/

থ্যারাম বান :

"থ্যারাম বান" কম্বোডিয়ার প্রথম ব্লগার হিসাবে প্রায়শ:ই প্রশংসিত হয়। তার অনলাইন জার্নালটির মাধ্যমে কম্বোডিয়ার মধ্যবিত্ত শ্রেনীর এক যুবকের জীবনযাপনের এক দুষ্প্রাপ্য চিত্র পাওয়া যায়। আরও জানা যায় তার দেশ খেমারুজ নির্যাতনের যুগ থেকে পরিত্রান পেয়ে কিভাবে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে প্রবেশ করছে। http://tharum.info/

কনফিউজড কিড:

জর্ডানে অবস্থানরত হাজারো ইরাকী শরনার্থীদের একজন 'কনফিউজড কিড' তাদের দুরবস্থা তথা ইরাকী সমাজ এবং আরব বিশ্বের বিভিন্ন জটিলতা সম্পকর্কে আলোকপাত করে। http://ejectiraqikkk.blogspot.com/

দেশী পন্ডিত:

'দেশী পন্ডিত' একটি গ্রুপব্লগ যা ভারত সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্লগে লিখিত বিষয়গুলো আলোকপাত করে এবং বিশ্বজুড়ে প্রবাসী ভারতীয় ব্লগাররা এতে অংশগ্রহন করে থাকেন। http://desipundit.com/

ব্লগ পাশা অঁ বি এ:

এমনকি বুয়েনোস আয়ারস এর মত শহরের স্থানীয় সরকারগুলো নিজস্ব ব্লগে লিখছে। http://www.buenosaires.gov.ar/blog/pasaenbsas

ব্লগ আপনাকে বিখ্যাত বা ধনী বানাবে না:

কিছু লোক বিখ্যাত হওয়ার জন্য ব্লগ শুরু করে। অল্প কিছু সংখ্যক ব্লগ আছে যেগুলো প্রতিদিন দশ সহস্রাধিক লোক পড়ে কিন্তু অধিকাংশ ব্লগেরই মাত্র ১০- ২০ জনের নীচে পাঠক আছে। যখন অল্পসংখক টেলিভিশন এবং রেডিও স্টেশন জনপ্রিয় হবার প্রধান মাধ্যম ছিল তখন অনেকেই তাদের ১৫ মিনিটের খ্যাতি খুঁজে বেড়াত। এই ইন্টানেটের যুগে, প্রত্যেক লোকেই হয়ত সহজে ১৫ জন লোকের কাছে বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই ১৫ জন লোকের কাছ থেকে যে উপদেশ, উৎসাহ ও সহায়তা পায় তা ঐ ১৫ মিনিটের তারকা হিসেবে বিখ্যাত হওয়ার চেয়ে মূল্যবান ও স্থায়ী।

খুব কম সংখ্যক ব্লগার আছে যারা ব্লগে বিজ্ঞাপন দেখানোর মাধ্যমে টাকা রোজগার করে। আবার তাদের অধিকাংশই এভাবে মাসে ৩- ১০ ইউ এস ডলারের বেশী আশা করতে পারে না। তবে এছাড়া অন্য কিছু পথ আছে যার মাধ্যমে ব্লগ আপনার স্বপ্ন পুরণে সাহায্য করতে পারে। অনেকে তাদের ব্লগে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে তাদের পারঙমতা এবং অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার ফলস্বরুপ পাঠকদের কাছ থেকে চাকুরীর প্রস্তাব পায় অথবা কোন লাভজনক কাজে সহযোগী হিসাবে কাজ করার সুযোগ পায়। অনেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কথা বলার জন্য দাওয়াত পায়।

ব্লগের মাধ্যমে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা সম্পর্কে ভোক্তাদের বিস্তারিত ও অনানুষ্ঠানিকভাবে জানাতে পারে যা অধিক অর্থবহ (এবং অনেক কম খরচ) ও কার্যকরী হয় গতানুগতিক বিজ্ঞাপন থেকে। চুড়ান্ত ভাবে ব্লগিং আপনাকে হাজার মাইল দুরের সমমনা মানুষের সাথে পরিচিত করে তুলবে। এই যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ন হয়ে ওঠে যখন তাদের কাছ থেকে সাহায্য বা সহযোগিতার প্রয়োজন হয় অথবা বিশেষ কোন প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার দরকার হয়। মানুষ কেন ব্লগ শুরু করে এই ধারনাটি আরও বিস্তারিতভাবে পাবেন যখন এই সহায়িকার কেইস স্টাডিগুলো পড়বেন।

নতুন মতামত খুঁজে পাওয়া:

এই সহায়িকায় ব্লগকে সৃষ্টিশীল কাজে ব্যবহার করেছে এমন কিছু ব্লগারের উদাহরন দেওয়া হয়েছে। তাদের ব্লগগুলো পর্যবেক্ষন করে তাদের লেখার ধরন ও উপস্থাপন, কি ধরনের মতামত তারা পান, এবং তাদের পোস্টের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আপনি একটি ভাল ধারনা নিতে পারেন। গতানুগতিক সাংবাদিকতার ধরনের বিপরীতে ব্লগিং অনেক বেশি অনানুষ্ঠানিক ও পারস্পরিক ক্রিয়াশীল।

আপনার পছন্দসই বা কোন বিশেষ বিষয়ে ব্লগ খুঁজে পেতে মূল্যবান একটি ওয়েব সাইট হচ্ছে টেকনোরাতি। এটি গুগুল এর মতই একটি সার্চ ইন্জিন কিন্তু সকল ইন্টারনেটে সার্চ করার পরিবর্তে এটি শুধু সিটিজেন মিডিয়া (গণমাধ্যম) যেমন ব্লগ, ছবি এবং ভিডিও সার্চ করে। আমরা উদাহরন হিসাবে বলতে পারি যে, যদি এমন হয় যে আপনি মেক্সিকোতে বাস করেন এবং আপনি এমন কিছু ব্লগ খুজঁছেন যা আপনার দেশ সম্পর্কে আলোচনা করছে। তখন আপনি আপনার ব্রাউজারে http://technorati.com টাইপ করবেন এবং এর সার্চ বাক্সে 'মেক্সিকো' কিওয়ার্ড টাইপ করে খুঁজবেন। আপনি আপনার সার্চকে সংকুচিত করে ফেলতে পারেন মেক্সিকো সংক্রান্ত শুধুমাত্র ব্লগ, ছবি বা ভিডিওগুলোর যে কোন ক্যাটেগরী দেখার জন্য। যদি সার্চে অনেকগুলো ব্লগ এসে থাকে এবং সঠিক তথ্যটি পাওয়া না যায় তখন আপনি মেক্সিকোর কোন বিশেষ শহর বা এর কাছাকাছি কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করতে পারেন। এছাড়া আপনি যদি নির্দিষ্ট কোন শিল্পী দল, ফুটবল খেলোয়াড় বা বই সম্পর্কে আকৃষ্ট হন তবে টেকনোরাতি দিয়ে এদের খুঁজতে পারেন এবং সেসব সাইটে অন্যান্যদের সাথে আপনার মতামত আদান প্রদান করতে পারেন। আমরা "আর.এস.এস এর পরিচয়দান" শিরোনামে এই দিক নির্দেশনাগুলো পুনরায় বিস্তারিত আলোচনা করবো।

আপনার সংবাদটি বেছে নিন:

ব্লগের বিভিন্ন কার্যকরী বৈশিষ্টগুলো ও তথ্যের আধিক্য কোন কোন সময় আপনাকে ধাঁধায় ফেলে দিতে পারে। আপনি প্রতিবার ডজন খানেক বিভিন্ন ওয়েবসাইটে না গিয়ে আপনার পছন্দের ওয়েবলগগুলোর সাম্প্রতিক লেখাগুলো একটি ওয়েব পেজ থেকেই পড়তে পারবেন। এরকম একক ওয়েবপেইজকে বলা হয় ফিড এগ্রীগ্রেটর (তথ্য সম্মিলক)। এটিকে আপনার নিজস্ব অনলাইন সংবাদপত্র হিসেবে ভাবতে পারেন। এর মাধ্যমে আপনার পছন্দসই ব্লগগুলোর বিনামুল্যে গ্রাহক হয়ে এগুলো থেকে প্রকাশিত প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে পড়তে পারেন। এর জন্যে ধন্যবাদ আর.এস.এস (অথবা, রিয়েলী সিম্পল সিনডিকেশন) নামক প্রযুক্তিকে। প্রত্যেক সময়ে আপনি আপনার ব্লগে পোস্ট প্রকাশ করলে সেই পোস্ট একদিকে ব্লগে প্রকাশিত হবে এবং অন্যদিকে নিজে থেকেই আর.এস.এস ফিড হিসেবে সম্প্রচারিত হবে যা অনলাইনে বা অন্যান্য কম্পিউটারে অবস্থিত সফটওয়্যার (আর এস এস ফিড রিডার) এর মাধ্যমে সেই পোস্টটি দেখা যাবে। এসব আপনার কাছে আরও পরিস্কার হবে যখন আমরা সবচাইতে জনপ্রিয় ফিড রিডার - গুগুল রিডার – নিয়ে আলোচনা করব "আর.এস.এস এর পরিচিতি" সহায়িকাতে।

এটি আনন্দদায়ক:

অবশ্যই, গুরুত্বপূর্ন হচ্ছে যে আপনি যা করবেন তা নিজেই উপভোগ করবেন এবং ব্লগিং আপনাকে সত্যিকারের আনন্দ দিতে পারে এবং আপনার সময় ব্যয় করার সঠিক ও লাভজনক পন্থা হতে পারে। ব্লগের মাধ্যমে এখন আমরা পৃথিবীর সবাইকে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং গল্প জানাতে পারছি। এবং আমরাও পৃথিবীর অন্যান্য লোকদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে এবং শিখতে পারছি। বস্তুত: যদি আপনি আদৌ কোন কিছুর প্রতি আগ্রহী থাকেন ঐ সম্পর্কিত কিছু ব্লগ অবশ্যই পাবেন।

অভিজিত নাদগোদা জানাচ্ছেন ব্লগ থেকে তিনি কি অর্জন করেছেন:

১। লেখালেখি আপনাকে পরিচ্ছন্নভাবে ও গভীরভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে:
আপনার চিন্তাগুলো লিপিবদ্ধ করে তা সবার সাথে ভাগ করে নিলে আপনি বাধ্য হবেন এগুলো নিয়ে পুনরায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সৎভাবে ভাবতে।

২। ব্লগের সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই:
আপনি সৃষ্টিশীল এবং কল্পনাপ্রবন হতে পারেন- যেমন আপনি পছন্দ করেন।

৩। আপনার মগজের চিন্তা লিপিবদ্ধ করুন:
আমাদের চিন্তা এবং অভিজ্ঞতাগুলো যদি প্রতিদিন ৩০ মিনিটে লিখে ফেলতে পারি তবে ভবিষ্যতে আমরা এগুলো পূনরায় পড়ে আমাদের উন্নতি এবং পরিবর্তন দেখতে পারব।

৪। সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব এমন লোকজনের সাথে যোগাযোগ সম্ভব:
নিজের ব্লগে লিখে এবং অন্যের ব্লগ পড়ে অন্যদেশের ও সংস্কৃতির মানুষের সাথে পরিচিতি হতে পারেন যাদের সাথে আপনার ভাল লাগা বিষয়গুলো মিলে যায় এবং তথ্য আদান প্রদানে এ সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

http://lorelle.wordpress.com/2007/08/06/why-blog/

বেনামী ব্লগিং:

বিশ্বাসযোগ্যতা, সততা, এবং সুখ্যাতি প্রভৃতি কারনে মানুষ ব্লগে প্রকৃত নামে লেখে। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ এমন স্থানে ও পরিস্থিতিতে বাস করে যে সে যা লেখে তাতে তার নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এই জন্য গ্লোবাল ভয়েসেস - কিভাবে বেনামী ব্লগ লিখতে হয় এবং অনলাইন ঠিকানা কিভাবে গোপন রাখতে হয় তার সহায়িকা প্রকাশ করেছে।

advocacy.globalvoicesonline.org

rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=542

ফটো ব্লগার:

তাঞ্জানিয়ান ব্লগার ‘ফিলেমন সাঙ্গীর’ লেখার সাথে তার আকর্ষনীয় ফটো পোষ্টগুলো খুবই মানিয়ে যায়।

mwenyemacho.wordpress.com

‘উইন্ডি স্কাইস’ ফটো ব্লগে অনিল পি ভারতের প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র প্রকাশ করে। উপরে একজন ডাব বিক্রেতা একটি সতেজ করার পানীয় তৈরী করছে।

http://windyskies.blogspot.com/

ইমানুয়েল বেনশাহ’র ব্লগ ‘আক্রা বাই ডে এন্ড নাইট’ ঘানার রাজধানী শহরের প্রাত্যহিক জীবনের উপর আলোকপাত করে। প্রায়শ:ই উপরের খবরের কাগজের বিক্রেতার ছবির মতো- আক্রার জীবনযাত্রার চৈত্রিক বর্ণনা দেয়।

http://accradaily.blogspot.com

‘সাবরি হাকিম’ জর্ডান এবং মধ্যপ্রাচ্যের এমন একটি দিক দেখায় যা আমাদের অধিকাংশই হয়ত কোনদিন দেখতে পারতাম না।

http://www.sabrihakim.com

***http://www.khosoof.com/** হচ্ছে ইরানের সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি ফটোব্লগ। বি.বি.সি এবং ওয়াশিংটন পোস্টে তার কিছু ফটোগ্রাফ প্রচার হয়েছে। ইরানের মহিলাদের কার্যক্রমের উপর সে একটি ছবি তুলেছিল এবং তার ব্লগে একদিনেই ৫০,০০০ এর বেশি লোক ঐ ছবিটি দেখেছিল।*

আপনার ক্যামেরাকে কথা বলতে দিন:

একথা সবাই বারবার বলে যে, “একটি ছবি হাজার কথা বলে”। যদিও আমাদের অনেকেই লেখা এবং পড়াকে উপভোগ করি, কারো কারো পছন্দ হল ছবির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা। ডিজিটাল ক্যামেরাগুলো সস্তা হয়ে আসছে এবং বর্তমানে মোবাইল ফোন ক্যামেরা সহকারে পাওয়া যাচ্ছে এবং ইন্টারনেট সংযোগ দ্রুততর হচ্ছে ফলে অনলাইনে তাদের প্রদর্শন সম্ভব হচ্ছে। এখন সহজেই আমরা বন্ধু, পরিবার এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী সবার সাথে ছবিগুলো আদান প্রদান করতে পারছি ।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই পেশাদার ফটোগ্রাফার হওয়ার ইচ্ছে নেই – আমরা সাধারনভাবেই উপভোগ করি যা আমরা দেখি তা উপস্থাপন করতে এবং ছবিগুলো ভাগ করি আমাদের বন্ধুদের সাথে এবং অন্য সবার সাথে যারা এব্যাপারে আগ্রহী। এখনো বেশ কয়েকটি ওয়েব সাইট রয়েছে যেখানে বিনামূল্যে আপনার ছবিগুলো ইন্টারনেটে প্রকাশ করতে পারেন। আপনি আপনার ব্লগেও ছবি সহজে প্রকাশ করতে পারেন। কখনো ব্লগে গল্প বলার জন্য ভাল পন্থা হল বিভিন্ন ছবি এবং শিরোনাম ব্যবহার করা।

“ফটো- ব্লগ এর পরিচিতি” নামক সহায়িকায় আমরা ব্যাখ্যা করব কিভাবে ইন্টারনেটে ছবি প্রকাশ এবং খুঁজে বের করা যায়।

আমাদের ক্যামেরাগুলো আমাদের সংযুক্ত করে:

বিভিন্ন ফটো ওয়েবসাইট যেমন **http://flickr.com** এবং **http://picasa.com** গুলোতে আপনি বিনামূল্যে ছবি প্রকাশ করার থেকে আরও বেশী কিছু পাবেন। এই ওয়েবসাইটগুলোতেও পছন্দের দল, ফোরামের এবং অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ কার্যক্রমের সুবিধা আপনি পেতে পারেন । উদাহরন স্বরূপ, এখানে অনেকগুলো দলের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র খেলাধুলার ফটোগ্রাফী অথবা গাড়ির ছবি আদানপ্রদান করে। আপনি আপনার ছবিতে ভৌগলিক তথ্য সংযুক্ত করতে পারেন এবং মানচিত্রে দেখতে পারেন যে আপনার কাছের এবং দুরের শহর ও গ্রামগুলোতে কে কে কি ছবি পোস্ট করছে।

জে ডেডমানের তৈরি করা এই ভিডিওটিতে ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত একটি কর্মাশালায় থাই ব্লগার চিরানুখ ব্যাখ্যা করছেন যে কিভাবে ইন্টারনেটে একটি ভিডিও প্রকাশ করা যায়।

নিজেই নিজেই মুভি অথবা ইন্টারনেট শো তৈরী করুন:

দশ বছর আগেও প্রায় সকল চলচ্চিত্র ও টিভি শো তৈরী হত ক্যালিফোর্নিয়ার হলিউডে। সিনেমা দেখার জন্য হলে গিয়ে বেশ চড়া দামে টিকেট কিনতে হত। অনেকের মনেই স্বপ্ন ছিল বিখ্যাত অভিনেতা অথবা পরিচালক হওয়ার, কিন্তু অর্থ এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হত না।

অধুনা সব কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। মাত্র ১০০/- ডলারের বিনিময়ে যে কেউ একটি টেলিভিশন শো তৈরী করতে এবং অনলাইনে পরিবেশন করতে সক্ষম। এর জন্য শুধু প্রয়োজন একটি ভিডিও ক্যামেরা, একটি কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ এবং একটি কাহিনী।

ইন্টারনেট টিভি তৈরীর কৌশল - এই শিরোনামে সন্নিবেশিত গাইডটিতে আমরা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব কিভাবে আপনি একটি ইন্টারনেট টিভি শো শুরু করতে পারেন এবং চিত্তাকার্ষক ভিডিও চিত্র তৈরীর কিছু কার্যকারী টিপস। আমরা আরও আলোচনা করব কিভাবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ছোট দৈর্ঘ্যের টিভি ক্লিপস রেকর্ড করা এবং সেটা ইন্টারনেটে প্রকাশ করা যায়। কিছু অনলাইন সংবাদপত্র মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তোলা এরকম ভিডিওর প্রকাশের জন্য চিত্রগ্রাহককে অর্থ প্রদান করাও শুরু করেছে।

কিন্তু শুরুতেই সতর্কতা:

যদিও এই ভিডিওগুলো তৈরী করা ও দেখা এক ধরনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা; কিন্তু এটি তৈরী করতে ও প্রকাশ করতে ব্যাপক সময় ব্যয় করতে হয়। কারণ ইন্টারনেট সংযোগ পৃথিবীর অনেক জায়গায় এখনও বেশ ধীর গতির, একটি একক ইন্টারনেট টিভি শো ডাউনলোড করতে অনেকেরই ২ ঘন্টারও বেশী সময় লাগে। অবশ্য যারা সাইবার ক্যাফে থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, তাদের কথা আলাদা। অন্য দিকে, একটি ওয়েবব্লগ দেখা মাত্র ৫ থেকে ১০ সেকেন্ডের ব্যাপার। এবং যদি আপনি আর.এস.এস রিডার যেমন গুগল রিডার ব্যবহার করেন, তাহলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শত- শত ব্লগের নতুন লেখাগুলো দেখতে ও পড়তে পারবেন।

অন্যথায়, চিন্তা করুন আপনি কি অর্জন করতে যাচ্ছেন অথবা কাদের কাছে আপনার শিল্পকে পৌঁছাতে চাচ্ছেন? আপনার ইন্টারনেট টিভি শো এর উদ্দেশ্য কি এবং এর চেয়ে কম সময়ে শুধু ছবি এবং লেখার মাধ্যমে একই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব কিনা?

কেইস ষ্টাডি:

http://swajana.com

'স্বজানা' হচ্ছে সংগৃহিত ছোট ভিডিও চিত্রের সংকলন যা ভারতের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র। সাম্প্রতিক শো গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আধ্বাত্মিক তীর্থ যাত্রা, স্কুলের পাঠের বাইরের কার্যক্রম এবং এলাকার একটি ময়দার কারখানা।

www.aliveinmexico.org

'এলাইভ ইন মেক্সিকো' হচ্ছে একমাত্র দ্বিভাষিক ইন্টারনেট ভিডিও চিত্র যা মেক্সিকোর স্থানীয় এবং অভিবাসীদের জীবন চিত্র বিশ্বের কাছে তুলে ধরে।

আপনার মোবাইল ফোন দ্বারা মানবাধিকার রক্ষা করুন:

যদিও এখনও এটি একদম প্রাথমিক অবস্থায় আছে, 'উইটনেস' ভিডিও হাব হচ্ছে একটি অংশগ্রহনমূলক ওয়েবসাইট যেখানে যে কেউ মানবাধিকারমুলক ভিডিও পোস্ট করতে পারবে। আপনি যদি কোন পুলিশী নির্যাতন বা অন্য কোন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভিডিও (মোবাইল ফোনে বা ভিডিও ক্যামেরায়) করে থাকেন তাহলে বেনামে এখানে উপস্থাপন করলে এর প্রতিকার করতে মানবাধিকার সংগঠনগুলো সাহায্য করবে।

www.witness.org/hub

উল্লেখযোগ্য পডকাস্টগুলো:

‘কমলা ভাট শো’ স্বাধীন ভাবে প্রস্তুতকৃত একটি পডকাস্ট যা ভারতের আধুনিক জীবনযাত্রার কিছু আঙিকের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে যার সাথে বিশ্বের অনেকেরই পরিচয় নেই।

http://www.kamlabhattshow.com

‘ট্যাংগো সিটি টুর’ প্রকাশিত হয় বুয়েনোস আয়ার্সের দুই জন উৎসাহী ট্যাংগো সঙ্গীত প্রেমিকের দ্বারা। প্রতিটি পডকাস্টের শিল্পী ও সঙ্গীতের মাধ্যমে আমরা বুয়েনোস আয়ার্স ও আর্জেটিনা সম্পর্কে আরও বেশি জানতে পারি।

http://www.tangocitytour.com.ar/

‘সিটিজেন রিপোর্টার ডট অর্গ উইথ বাই- সাইক্যাল মার্ক’ হচ্ছে একটি সাপ্তাহিক পডকাস্ট যা আমষ্টার্ডামে বসবাসরত এক পর্তুগীজ আমেরিকান দ্বারা প্রকাশিত হয়। প্রতি সপ্তাহে তিনি একটি ভিন্ন দেশের নতুন বিষয় লিখেন এবং প্রায়ই সাম্প্রতিক খবরগুলো নিয়ে স্থানীয় ব্লগারদের সাথে আলোচনা করেন।

http://www.bicyclemark.org/blog/

আপনার প্রয়োজন হবে:

- **একটি মাইক্রোফোন:** ভয়েস চ্যাটিং বা ইন্টারনেট টেলিফোনির (যেমন স্কাইপ) জন্যে ব্যবহৃত একটি সস্তা হেড সেট হলেই চলবে।
- **একটি কম্পিউটার:** যেটি কোলাহল মুক্ত একটি নীরব জায়গায় থাকবে।
- **এডিটিং সফটওয়্যার:** ‘পডকাস্টিং এর পরিচিতি’ নামক সহায়িকায় বিনামূল্যের এডিটিং সফটওয়্যার প্রোগ্রাম ব্যবহারের ব্যবহার বিধি আলোচনা করব।
- **ইন্টারনেট সংযোগ:** যদিও ইন্টারনেটে ভিডিও প্রকাশের চেয়ে পডকাস্ট প্রকাশ করতে অনেক কম সময় লাগে এখন পর্যন্ত ইন্টারনেট কানেকশনের গতি ভেদে একটি পডকাস্ট প্রকাশ হতে ৩০ মিনিট পর্যন্ত সময় লাগতে পারে আর ৩০ মিনিট সময় লাগতে পারে এটি ডাউনলোড করতে।

জর্জিয়া পপলওয়েল *হচ্ছেন ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের প্রথম পডকাস্টার। উপরের পডকাস্টে তিনি ত্রিনিদাদ ও টোবাগো অঞ্চলের তরুণ ঘুড়ি উড্ডয়নকারীদের স্বাক্ষাতকার নিচ্ছেন। ক্যারিবিয়ান ফ্রি রেডিওর পক্ষে তিনি স্থানীয় শিল্পী এবং গন্যমান্য ব্যাক্তিদের স্বাক্ষাতকার নেন এবং অজানা ক্যারিবিয়ান সংস্কৃতি সম্পর্কে পৃথিবীকে অবহিত করেন।* http://www.caribbeanfreeradio.com/blog

সাথে একটি রেডিও নিন:

যেভাবে নিজের শয়ন কক্ষে টিভি শো তৈরী করা যায়, ঠিক সেভাবেই নিয়মিত ভাবে রেডিও প্রোগ্রাম তৈরী করা এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে এর প্রচার করা সম্ভব। এই নতুন ধরনের রেডিও প্রোগ্রামকে বলা হয় পডকাস্ট- এই শব্দটি আসলে আই- পড (জনপ্রিয় এম.পি.থ্রি প্লেয়ার) এবং ব্রডকাষ্ট শব্দ দুটির সমন্বয়ে গঠিত।

ইন্টারনেট টিভি শো দেখার জন্য কম্পিউটারের সামনে বসতে হয়। কিন্তু আপনি যখন হাঁটবেন অথবা বাস ও মেট্রোতে চলাফেরা করবেন তখন সাথে করে পডক্যাস্ট নিতে পারেন। এম.পি.থ্রি প্লেয়ার দিনে দিনে সস্তা হয়ে আসছে। এবং নতুন ধরনের সেল ফোনগুলোতে হেডফোনের মাধ্যমে অডিও ফাইল শোনার ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও পডকাস্ট আপনাকে একটি মানুষের চেহারার অভিব্যক্তি অথবা চলমান চিত্র দেখার সুযোগ দেয়না, তবে অন্তত মানুষের গলার স্বর অথবা গান শোনার সুযোগ এনে দেয়। রেডিওতে একটি প্রোগ্রাম শোনার জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন ও সময়ের অপেক্ষায় থাকতে হয়; পক্ষান্তরে পডক্যাস্ট ইচ্ছানুসারে যে কোন সময় শোনা সম্ভব। এমনকি কিছু অংশ বিরক্তিকর লাগলে ফাস্ট ফরোয়ার্ড করা যায়। এটা কি খুবই চমৎকার না? ফাস্ট ফরোয়ার্ডের মাধ্যমে সমস্ত বিরক্তিকর রেডিও প্রোগ্রামের অংশগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া যদি যেত!

ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্স এবং শেয়ার করার (ভাগ করে নেয়ার) সংস্কৃতি তৈরী করা:

মানুষ পডক্যাস্টের শক্তি আবিষ্কার করার সাথে সাথেই প্রায় সময় তারা একটি মিউজিক পডক্যাস্ট শুরু করতে চায়, যাতে তাদের প্রিয় সঙীত অন্যের সাথে শেয়ার করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত: বেশীর ভাগ গানের ব্যবহার কপিরাইট সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকে, যার মানে হচ্ছে এটি ব্যবহারের জন্যে আপনাকে প্রথমে একটি চড়া ফি মিউজিক রেকর্ড কোম্পানিতে প্রদান করতে হবে। সৌভাগ্যবশত: অনেক গায়ক- গায়িকা আছেন যারা অর্থ উপার্জনের চাইতে তাদের গান শেয়ার করতে উৎসাহী। তারা ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সের আওতায় তাদের গান প্রকাশনা শুরু করেছে যা আপনি ব্যবহার করতে পারেন এই শর্তে যে আপনি তাদের কাজের স্বীকৃতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করবেন (অর্থাৎ নিজের বলে চালাবেন না)। কিছু ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্স আপনাকে পুরোনো গান নতুন করে রিমিক্স করতে এবং ওগুলোর মাধ্যমে টাকা উপার্জন করতেও সুযোগ দেয়। আমরা ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্স অনুমোদিত গানগুলো খোঁজার উপায় জানাব আমাদের ‘পডকাস্টিং এর পরিচিতি’ নামক সহায়িকাতে। ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সের অধীনে মিউজিক পডক্যাস্ট এর একটি উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এখানে- http://indieish.com/revolution/

“মিডিয়াকে ঘৃনা করো না, নিজেই মিডিয়া তৈরী কর”

উপসংহারে:

কিভাবে আমরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করি এবং গ্লোবাল মিডিয়ার উপর ইন্টারনেটের গভীর প্রভাব কত ভাবে আসতে পারে তা আমরা দেখছি। দশ বছর আগে খুব অল্প সংখ্যক লোক মিডিয়া তৈরীর পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত ছিল। বর্তমানে পেশাগত মিডিয়া, যেমন- পত্রিকা, ম্যাগাজিন, টিভি অনুষ্ঠান এবং রেডিওর সাথে সাথে নতুন একদল মিডিয়া নির্মাতার আবির্ভাব হয়েছে- যারা আপনার আমার মতই প্রাত্যহিক জীবনের নাগরিক।

ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে যে কেউ মিডিয়া তৈরীর সাথে অংশ গ্রহণ করতে পারে; তা সে তানজানিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দাই হোক অথবা বেইজিং এর মত ব্যস্ত কর্ম চঞ্চল অঞ্চলের বাসিন্দাই হোক। আমরা যদি অনুভব করি আমাদের সাংবাদিকরা তাদের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করছে না, তবে আমরা তাদের পেশাগত উন্নয়নের পথ প্রদর্শন করতে পারি।

ব্লগ, পডকাস্ট এবং অন- লাইন ভিডিও এই রোমাঞ্চকর জগৎকে প্রায়ই অভিহিত করা হয় নাগরিক মিডিয়া হিসেবে। এটা ঠিক, এটি প্রচলিত সাংবাদিকদের জায়গা দখল করবে না এবং আমাদের এখনও প্রয়োজন প্রশিক্ষিত পেশাদার সাংবাদিক কর্তৃক তথ্যানুসন্ধানী রিপোর্ট। কিন্তু অন- লাইন মিডিয়াতে বৈচিত্র নিয়ে যে কোন নাগরিক অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং এটি অধিক স্বচ্ছতার প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

পরবর্তী ধাপ, অংশ গ্রহণ:

আশা করি, এই প্রযুক্তি মূলক নির্দেশিকা নাগরিক মিডিয়া সম্পর্কে আপনাকে সম্যক জ্ঞান প্রদান করেছে। আমরা আরও আশা করব যে আপনারা অধিক সময় ব্যয় করতে উৎসাহিত হবেন আমাদের তালিকায় উল্লেখিত ব্লগ, পডক্যাস্ট এবং ইন্টারনেট টিভি অনুষ্ঠানগুলো পরখ করে দেখতে। আমরা চাই আপনারা নাগরিক মিডিয়া সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান করেন। এবং সর্বোপরী আমাদের প্রত্যাশা এই ভূমিকা পর্ব আপনাদেরকে পরবর্তী নির্দেশিকা এবং কিভাবে অংশ গ্রহণ করতে হয় এ ব্যাপারে অনুপ্রানিত করবে।

প্রতিটি নির্দেশিকাই এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে প্রত্যেকটি আলাদাভাবে পড়া যায়। যদি কোন নির্দিষ্ট বিষয় আপনাকে বেশী আগ্রহী করে তুলে, নিশ্চিন্তে সবার আগে সেটি পড়ে ফেলুন। যাই- ই- হোক, আমরা নিম্নোক্ত ক্রম তালিকাটি অনুসরণ করতে বলবঃ

১। সিটিজেন মিডিয়ার পরিচিতি
২। আর.এস.এস এর পরিচিতি
৩। ক) কিভাবে ওয়ার্ড প্রেস ব্যবহার করবেন।
খ) কিভাবে ব্লগার ব্যবহার করবেন।
৪। অনলাইন ফটোগ্রাফীর পরিচিতি।
৫। ক) পডকাস্টিং এর পরিচিতি।
খ) কিভাবে অডাসিটি ব্যবহার করবেন।
৬। ক) অনলাইন ভিডিওর পরিচিতি।
খ) কিভাবে চলমান চিত্র ব্যবহার করতে হয়।

বৈশ্বিক আলোচনায় যুক্ত হোন:

গ্লোবাল ভয়েস হলো বিশ্বব্যাপী নাগরিক মিডিয়া অনুরাগীদের একটি কমিউনিটি যা চেষ্টা করছে বিশ্বের যাবতীয় সংলাপকে একত্র করে ধারন করতে এবং এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মতামতগুলো বিশ্বজুড়ে প্রচার করতে। আপনি হয়ত কোন জাপানী পডকাস্ট অথবা ম্যাসেডোনিয়ার মোহনীয় ছবি খুঁজে বেড়াচ্ছেন এবং গ্লোবাল ভয়েস হলো একটি অনলাইন এলাকা যেখানে প্রতিদিন মানুষ তাদের অভিজ্ঞতা, ছবি এবং বক্তব্য তাদের অন্চল থেকে আপনাদের কাছে তুলে ধরছে। আমরা আশা করি, আপনিও এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। www.globalvoicesonline.org

অভিজ্ঞ ব্লগার জোই ইতো সকল ব্লগারদেরকে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয় সুপারিশ করেছেন:

1. **শিষ্ট/বিনীত হওয়া:** ইন্টারনেট হচ্ছে বিশাল পরিসরের একটি ব্যাপার এবং এটাই হওয়া স্বাভাবিক যে আমরা জানি, করি বা দেখি সে সম্পর্কে অন্য কেউ বেশি জানতে পারে। তার মানে এই নয় যে, আপনি এ সম্পর্কে লিখবেন না। এই ব্যাপারটি মেনেই শুধু নিজেকে জাহির করার জন্য নয় বরং নিজের মতামত সকলকে জানানোর জন্য চেষ্টা করুন।
2. **সাহায্য চাওয়া:** যদি আপনি কোন জটিল সমস্যায় পতিত হন এবং তা থেকে বের হতে যদি আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে পাঠকদের জিজ্ঞেস করতে পারেন। এটিও আলোচনা শুরু করার একটি উত্তম পন্থা।
3. **অবস্থান নেয়া:** নিরপেক্ষ ও বিশেষ উদ্দেশ্যে অন্য ওয়েব সাইট যেমন উইকিপিডিয়া সাহায্য চাইতে পারেন। কিন্তু ওয়েবলগ ভিন্ন মতামত প্রকাশের জন্য অনেক বড় জায়গা। অন্যের মতামত যা আপনার থেকে আলাদা তার প্রতি অবশ্যই আপনাকে সহনশীল হতে হবে।
4. **সংযোগ:** আপনি কোনকিছু প্রকাশ করার পূর্বে অন্যান্য ব্লগগুলো দেখার চেষ্টা করুন। যদি অন্যেরা একই বিষয়ে আলোচনা করে থাকে তবে তাদের অবস্থানের সাথে একটি সংযোগ স্থাপন করুন। শুধু মূর্তির মত একজায়গায় বসে না থেকে তাদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহন করুন।
5. **সবার আগে লিখুন, এবং নিয়মিত লিখুন:** আপনার লেখার বিষয়গুলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য তুলে ধরুন। সঠিক ব্যাকারন ও বানান ব্যবহার করা ভালো কিন্তু তার থেকে লেখা ও অংশগ্রহন করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ন।

http://joi.ito.com/archives/2005/10/10/blogging_style.html

রাইজিং ভয়েস হচ্ছে গ্লোবাল ভয়েসেস এর নাগরিক মিডিয়া প্রসারের প্রকল্প এবং এটি সম্ভব হয়েছে জন এস এবং জেমস এল নাইট ফাউন্ডেশন এর কল্যানে। FLOSSManuals.net এর মাধ্যমে সফটওয়্যার গাইড সমুহ আমাদের কাছে সহজলভ্য হয়েছে।

(ক্রিয়েটিভ কমন্সের আওতায় প্রকাশিত)

GlobalVoices

Knight Foundation